বিদ্যাসুন্দর

[গীতি-নাট্য]

॥ সুন্দরের পরিচয় ॥

১ [অত্যুত্তরে শুভদেশে সর্বশান্তি সমন্বিতা। পুরী রত্নাবতী নাম্নী সর্বরত্ন বিভূষিতা॥ গুণসার নৃপস্তত্র নীতিধর্ম পরায়ণঃ। তস্য কলাবতী নাম্নী ভার্যাচ গুণশালিনী॥ তস্যাগর্ভে সুতজাতঃ কালিকায়া প্রসাদাতঃ॥ সুন্দর ইতি আখ্যাত সর্বশাস্ত্রে বিশারদঃ॥]

অত্যন্ত উত্তর দেশ বিজয় নগরী।
অধিক উত্তম রত্নাবতী নামপুরী॥
সে দেশের নরপতি নাম গুণসার।
সকল ভূপতি জিনি যশ সুপ্রচার॥
প্রজার পালক নৃপ যেহেন পিতর।
পূজএ অতিথি নিতি ধর্মে তৎপর॥
দানে ধর্মে অনুপাম যেন কল্পতরু।
দরিদ্র সন্তোষে ধনে জ্ঞানে সুরগুরু॥
রূপে গুণে অনুপাম কুলশীল ধীর।
রাজ রাজেশ্বর যেন ইন্দ্র সম বীর॥
বড় পুরোত্তমা[১] তান দেবী কলাবতী।
ব্রত-ধর্ম[২]-প্রভুভক্ত পতিব্রতা সতী॥
শুদ্ধমতি শশিমুখী রাজ অভিষেকা।
সুন্দরী সহস্র মধ্যে প্রধান নায়িকা॥
সুখে ভার্যা সঙ্গে রঙ্গে বঞ্চে চিরকাল।
সন্ততি বিহনে নৃপ চিন্তিত বিশাল॥

---

১ পুরোত্তমা—পুরঃ+উত্তমা=অগ্রবর্তিনীদের প্রধান, সর্বশ্রেষ্ঠ।

২ মূলপাঠ : ব্রতভক্ত।

বিষবৎ ভবসুখ ভাবে নরপতি।
বিষাদে বিকল পুত্রকন্যা হেতু নিতি॥
পতির বিষাদ লখি কহে কলাবতী।
পূর্বে রাজা দিলীপের না ছিল সন্ততি॥
সুদক্ষিণা নাম ছিল নৃপতি রমণী।
সুতাসুত জন্মিবারে পূজিলা ভবানী॥
প্রসন্না হইআ বর দিলা ভগবতী।
পতির সঙ্গম যোগে জন্মিল সন্ততি॥
দশরথ নৃপ ঘরে না ছিল তনএ।
দ্বাদশ বরিষ যজ্ঞ করিল নিশ্চএ॥
তবে সে জন্মিল রাম রঘু বংশপতি।
তেনমত যাগ[১] করি স্তবহ পার্বতী॥
ভার্যা মুখে শুনি রাজা পূর্ব সঙ্কথন।
ভক্তি ভাবে পূজে নিত্য গিরিজা চরণ॥
বিবিধ প্রকার উপচারে বলিদানে।
বিশেষ রুধির দিয়া পূজে একমনে॥
দেবী পদে স্তবি যজ্ঞ করন্তি রাজন।
দ্বাদশ বরিষে যজ্ঞ হৈল সম্পূরণ॥
সাক্ষাৎ হইয়া দেবী দিলা বরদান।
সন্ততি জন্মিব তোর ভুবন প্রধান॥
বিশেষ পাইছ কষ্ট আহ্মার উদ্দেশে।
বাঞ্ছাসিদ্ধি বর দিলুঁ থাক মনতোষে॥
শরীর রোমাঞ্চ রাজা দণ্ড পরণাম।
সংসারে খণ্ডউ[২] মোর অপুত্রতা নাম॥

---

১ যাগ<যজ্ঞ। ২ খণ্ডউ<খণ্ডউক।

অস্ত্র শাস্ত্রে রূপে গুণে অনঙ্গ শরীর।
অবনী বিজয়ী হউ[১] সুত বলী ধীর॥
কিন্তু বিহসিয়া[২] "এবম্ অস্তু"[৩] বলি দেবী।
কৈলাস শিখরে গেল মনসুখ ভাবি॥
পুত্র বর পাই রাজা আনন্দ প্রচুর।
যজ্ঞ পুণ্যাহ দিয়া গেলা নিজ অন্তঃপুর॥
পর্বত-প্রসূতা[৪] বরে দেবী কলাবতী।
পতি-রতি সম্ভোগে হইল গর্ভবতী॥
পাণ্ডুর হইল গণ্ড ঘামি উঠে ঘন।
পালঙ্ক তেজিয়া রামা ধরণী শয়ন॥
শরীর করএ জ্বালা কুচাগ্র কালিম।
সুমাধুরী তেজি ভোগ অম্বল অসীম॥
লখিয়া দেবীর গর্ভ হরিষ রাজন,
দানে মানে সন্তোষএ দ্বিজ দুঃখী জন॥
বীজার্পণে পূর্ণ যেন হইল ধরণী।
বিদিত হইল গর্ভ তেন সুবদনী॥
দশ মাস দশ দিনে মাহেন্দ্রের ক্ষেণে।
দেবী প্রসবিলা পুত্র রূপে বিতপণে[৫]॥
সুতিকাভবনে হৈল হরিষ কল্লোল।
শুনি গুণসার রাজা আনন্দ বহুল॥
বিবিধ বাদিত্র ধ্বনি ভেল রাজ ঘর।
বহুবিধ উৎসব করিলা নরেশ্বর॥

---

১ হউ<হউক। ২ বিহসিয়া—স্মিত হাসিয়া। ৩ তা-ই হোক।
৪ পর্বত-প্রসূতা—পার্বতী, কালী। ৫ বিতপণে—সৌন্দর্যে, সৌন্দর্য-স্বরূপ অর্থে ব্যবহৃত অথবা সম্ভাবিত পাঠ—বিকর্তনে—সূর্য।

পরম প্রমোদে পুত্র-বক্ত্র আলোকিল[১]।
প্রথম নরক হোন্তে মুকতি পাইল॥
গুণসারে সুত মুখ পেখি মনুহর।
গৌরবে[২] তাহান নাম থুইল 'সুন্দর'॥
বত্তিশ[৩] লক্ষণে শিশু বাঢ়ে দিশিদিশি।
বিহায়সি পথে[৪] যেন বাঢ়ে নব শশী॥
এক দুই তিন চারি বৎসর গঞ্জিল।
অজ্ঞানের জ্ঞান হেতু খড়ি হাতে দিল॥
ওথা দেবী কালিকার হইল স্মরণ।
অবাধিত গতি গেলা বাণী সম্ভাষণ॥
গিরিজাক দেখি বাণী প্রসন্ন বদন।
গৌরবে পুছিলা কেনে তোহ্মা আগমন॥
মধু ভাষে নিবেদন বদএ[৫] পার্বতী।
মোর বরে গুণসারে লভিল সন্ততি॥
তোহ্মা তরে[৬] এই সাধ্য আছি সাধিবার।
তার কণ্ঠে তোহ্মার হইতে অবতার॥
শাস্ত্রেত পারগ হউ[৭] বিচিত্র বিদ্যাএ।
শ্রুতিধর দ্রুত করি ভুবন বিজয়॥
উমাক সন্তোষি তবে কহিলেন্ত বাণী।
উআর[৮] কণ্ঠেত আহ্মি হৈব নিবাসিনী॥
তবে রত্নাবতী-পতি করি শুভক্ষণ।
তনয়ক সমর্পিলা উপাধ্যা চরণ॥

---

১ আলোকিল<অবলোকিল=অবলোকন করিল। ২ গৌরবে—স্নেহে।
৩ বত্তিশ<বত্রিশ<দ্বাত্রিংশ। ৪ বিহায়স—আকাশ, বিহায়সি পথে—আকাশ পথে। ৫ বদএ<বদতি—বলে। ৬ তোহ্মা তরে—তোমার কাছে, তরে—নিকট, জন্য। ৭ পারগ হউ—পারগ হউক, সমর্থ বা ব্যুৎপন্ন হউক। ৮ উহার< উয়ার, উআর।

উপাধ্যাএ প্রতিনিতি কহে পাঠশুদ্ধি।
অখণ্ড অমিয়া ভাষে পঠে বাল্যবুদ্ধি ॥
গুরু মুখ হোন্তে যেই শুনন্ত শ্রবণ।
গুণসার সন্ততি না হএ বিস্মরণ ॥
ভারতী প্রসন্না হেতু ভূপতি বালক।
দ্বাদশ বরিষে সর্ব শাস্ত্রেত পারগ ॥
বড় বিদগধ হই বান্ধে ধীর বাণা[১]।
বাদে[২] বিদ্বজন[৩] কেহ না হৈল তুলনা ॥
তবে বার্তা পাই যথ কবিগণ আইল।
তা সভাক জিনি পুনি জয়পত্র পাইল ॥
তা শেষে করিয়া গর্ব আর কবি আইল।
তহ্ন তরে[৪] সুন্দর শাস্ত্রেত জিজ্ঞাসিল ॥
শাস্ত্রে বিশারদ তুহ্মি সংসার পূজিত।
সার কি অসার ভব কহিবা নিশ্চিত ॥
প্রশ্নোত্তর কল্লিল পণ্ডিতে মনে গুণি।
পৃথিবী অসার কভু [আহ্মি] নহি জানি ॥
তা শুনিয়া সত্য সত্য বোলএ কুমার।
তবে কেনে গর্ব করি ফিরসি[৫] সংসার ॥
উত্তর দিবারে নারি পাই বড় লাজ।
উপহাস্য করিয়া কুমারে বোলে কাজ ॥
পরাজয় পাইলে কবি জয়পত্র দেঅ।
প্রাণ রক্ষি পুনি নিজ দেশে চলি যাও ॥

---

১ বাণা—পতাকা, ধ্বজা। ২ বাদে—প্রতিবাদে, তর্কে। ৩ বিদ্বজ্জন।
৪ তহ্ন তরে—তাহার জন্য, তাহার নিকট, (তাহাকে)। ৫ ফিরসি—মধ্যম পুরুষ, এক বচন,—ফির, ঘুরাফিরা কর (ঘুরিতেছ)।

অপমানে অধমুখ পরম লজ্জিত।
অন্যস্থানে গেল কবি হইয়া সঙ্কুচিত॥
বিদ্যাএ বিদ্বান অতি জিনিয়া কুমার।
'বিদ্যাপতি' নাম পুনি রাখিল তাহার॥
কন্দর্প জিনিয়া রূপ পরাক্রমে শূর।
কুতুহলে নিবসএ জনকের পুর॥
মহেশ অম্বিকা সেবা করএ সতত।
মহাকাব্যে বিরচিল শ্লোক পঞ্চ শত[১]॥
বিরচিলুঁ বিদ্যাপতি জন্ম-কথা তত্ত্ব।
বরিষ ষোড়শ আসি হৈল সম্পূর্ণিত॥
বিধি নিয়োজিত কার্য না যাএ খণ্ডন।
বিদ্যার হইব পতি নৃপতি নন্দন॥
সাবিরিদ খানে ভণে বিজ্ঞজন স্থানে।
অশুদ্ধ দেখিলে পদ শুধিবা যতনে॥
এ নাটগীতিতে তাল না করিবা ভঙ্গ।
একমনে শুনিলে বাড়িব মনোরঙ্গ॥

॥ বিদ্যার 'পণ' প্রচার॥

দক্ষিণ দিকেত ঠাম উজানী নগর নাম
কাঞ্চিপুর নগর সুন্দর।
চারিবর্ণ নরগণ বসএ সানন্দ মন
দ্বন্দ্ব মন্দ নাহি পরস্পর॥
ভূপতি-শেখর-বর বীরসিংহ নাম ধর
তান মহাদেবী শীলা নাম।
পতির প্রেয়সী সতী রূপেতে ইন্দ্রাণীজাতি
জাতিকুলশীল অনুপাম॥

---

১ এটাই কি পঞ্চশত শ্লোক সমন্বিত 'চৌর-কাহিনী'?

পতি পত্নী এক জীব যেন প্রেমে শিবাশিব
পুত্রহীন একহি নন্দিনী।
বিদ্যাবতী নাম বালা যেন নব ইন্দু কলা
দশসুত স্নেহ হেন মানি ॥
পঞ্চম বরিষ কালে পঠিতে কুমারী বালে
গুরুস্থানে সমর্পণ কৈল।
শুনিমাত্র শিখে পাঠ লজ্জিত সকল চাঠ[১]
পঢ়িয়া বিদ্বান বড় হৈল ॥
নব অব্দ পূর্ণ বালি হৃদএ কুচের কলি
নূতন যৌবন পরিচিন[২]।
ললিত লাবণ্যলীলা অবলা রতনা বালা
বক্ত্র রূপে চন্দ্রিমা মলিন ॥
বচন অমিয়া জিৎ মধুহাসি বিথরিত
দশন দাড়িম্ব মুতি পাঁতি।
পরম বিদুষী বালা পাছ স্থূল সুকোমলা
কুঞ্জর জিনিয়া মন্দগতি ॥
নূতন বয়সী সুতা আলোকিয়া মাতাপিতা
স্বয়ংবর করিতে চাহিল।
বার্তা-শ্রোতি[৩] বিদ্যাবতী জনক জননী প্রতি
নিজ মনোবাঞ্ছা গোচরিল ॥
প্রতিজ্ঞা মোহর হৃদে যে জিনএ শাস্ত্রবাদে
সেই যোগ্য-পতিক ভজিমু।
শুন জন্মকর্তাবর এই নিষ্ঠা পত্যুত্তর
কণ্ঠে জীব[৪] অন্য না করিমু ॥

---

১ চাঠ—ছাত্র, পড়ুয়া। ২ পরিচিন—পরিচিহ্ন। ৩ বার্তা-শ্রোতি—বার্তা শুনিয়া। ৪ জীব—জীবন, (তুঃ জীউ)।

কুমারী প্রতিজ্ঞা বাণী বিক্রমকেশরী শুনি
চিন্তিতে লাগিলা মনেমন,
আনি দ্বিজগণ গোষ্ঠি ভ্রমিতে সকল সৃষ্টি
শুভক্ষণে কৈলা নিযোজন ॥
রূপে কন্যা সমসর আনি দেয় যোগ্যবর
বিদ্যাএ বিদ্যাক যেন জিনে।
কুমারী প্রতিজ্ঞা শত কহিবা বিবিধমত
রাজপুত্র সভানের কানে॥
ভাট ধীর কবি চান[১] পশ্চিম দিকেত যান
দক্ষিণেত চলে কবিরাজ।
পূর্বেত মকরদেব আদেশিলা নরদেব
যথাত সম্পজে[২] শুভকাজ ॥
করি বহু অনুরাগ উত্তর রাজ্যের ভাগ
চলিলেক ভাট যে মাধব।
দিয়া বহুবিধ ধন তুষিয়া সে ভাটগণ
চালাইলা সুখ মনোভব ॥
দেশে দেশে ভাটগণ বিদ্যাবতী সঙ্কথন
বুধগণ স্থানে জানায়ন্ত।
রাজপুত্র ধীরবর্গ অধিক করিয়া গর্ব
উজানী নগরে চলি যান্ত ॥
কুমারীর বিতপণ[৩] শুনি বিদগধগণ
একে একে করে শাস্ত্রবাদ।
সুসঙ্কেত শ্লোক পঢ়ি জিনিতে নারে কুমারী
পলায়ন্ত পাই অবসাদ ॥

---

১ চান<চান্দ। ২ সম্পাজে ?—সম্পাদে—সম্পাদিত অথবা সম্পন্ন হয়।
৩ বিতপ—রূপ।

পিয়ায় মল্লিক[1] সুত বিজ্ঞবর শাস্ত্রযুত
উজীয়াল মল্লিক প্রধান।
তানপুত্র জিঠাকুর তিন 'সিক্'[2] সরকার
অনুজ মল্লিক মুছাখান ॥
রসেত রসিক অতি রূপে জিনি রতিপতি
দাতা অগ্রগণ্য অর্কসুত[3]।
ধৈর্যবন্ত যেন মেরু জ্ঞানেত বাসবগুরু
মানে কুরু ধর্মে ধর্মসুত[4] ॥
তান সুত গুণাধিক নানুরাজা মহল্লিক
জগত প্রচার যশ খ্যাতি।
তান সুত অল্পজ্ঞান হীন সাবিরিদ খান
পদবন্ধে রচিত ভারতী ॥

॥ মাধব ভট্ট কর্তৃক সুন্দরের নিকট বিদ্যার রূপ-গুণ বর্ণন ॥

চতুর্দিকে ভট্ট সব করিলা পয়াণ।
বিদ্যার প্রতিজ্ঞা বাণী কহে স্থানে স্থান ॥
উত্তরে মাধব ভট্ট অনুক্রমে চলে।
ছয় মাসে যাই রত্নাবতীপুরে মিলে ॥
বিচিত্র নগর দেখে বিচিত্র প্রাচীর।
রম্য স্থলে রাজপুরী অতি সুরুচির ॥

২ [অথান্তরং পর্যটন্ সুন্দরঃ পুরীং প্রবিশতি—
স্নাত চন্দন চর্চিতঃ সুবসন। ন্যাসৈর্বিচিত্রঃকাঞ্চন কুণ্ডলধারী
মৃগমদতিলক চন্দ্রপদ্ দৃশ্যভালঃ সুমধুর গায়নো

---

১ মল্লিক—মহল্লিক—মহলের তত্ত্বাবধায়ক। ইহা বাদশাহী আমলে রাজপ্রদত্ত পদমর্যাদা সূচক উপাধি বিশেষ। ২ সিক্—চাকলা, পরগনা। ৩ অর্কসুত—সূর্যপুত্র=কর্ণ। ৪ ধর্মসুত—যুধিষ্ঠির।

নৃত্যকলাবিদঃ অভিনবঃ কামো যথা পর্যটন পরো
ভূমিপুরন্দরঃ পুরদ্বারং প্রবিশতি শ্রীসুন্দরঃ সুন্দরঃ ॥]

পরাক্রমে ভীমসেন আচার্য বিদ্যাএ।
শীতল অমৃত নিধি যেন দ্বিজরাএ॥
প্রতাপে আনল সত্যে যুধিষ্ঠির রাএ।
রূপে পঞ্চশর জিনি অবনী ক্ষমাএ॥
আগত ভূপতি-সুত স্বরূপ সুন্দর।
সর্ব শাস্ত্রে বিশারদ ক্ষিতি-পুরন্দর॥

৩ অথান্তরং কবির্মাধবঃ নৃপতনয় সুন্দরং বিবিধবিদ্যাবিনোদভূষং
পঞ্চশর সুন্দরং প্রতি বিদ্যারূপগুণান্ বর্ণয়তি—

আএ রাজসুত মোর শুন নিবেদন।
উজানী নগরপতি-পুত্রী সঙ্কথন॥
অবলা রতনা বিধুমুখী বিদ্যা নাম।
অভ্যাসিয়া সর্ব শাস্ত্র বিদগধা উপাম॥
শাস্ত্রেত পারগ অতি জানে সর্বকলা।
সুচরিতা রূপযুতা কুমারী অবলা॥
সত্য কৈলা রাজকন্যা বিদগধা সতী।
শাস্ত্রবাদে জিনে যেই সেই তার পতি॥
সেই রাণী তোহ্মা যোগ্য অনুমানি চিতে।
শাস্ত্রের বিচারে যবে পার পরাজিতে॥
কথ কহিমু বিদ্যাবতী রূপগুণ সাজ।
কুমারীসদৃশ নারী নাহি মহী মাঝ॥
কন্যার প্রতিজ্ঞা শুনি পুছএ স্বরূপ।
কহত কুন্তল বেশ যৌবন কিরূপ॥

কৈছন[১] তাহার ভুরুযুগ দৃষ্টিপাত।
কৈছন বদন রুচি কৈছন ললাট[২] ॥
মেঘুর বরণ কেশভার বিলম্বিত।
মহীতলে বিলোটএ[৩] সুগন্ধি পূরিত ॥
মুখ-বিধু পূর্ণ ইন্দু কিএ[৪] অরবিন্দ।
মৃগবংশ-নেত্র কিবা লীলমত্ত ভৃঙ্গ ॥
বালে জিনিয়া ভাল শ্রীমন্ত উজ্জ্বল।
বান্ধুলি প্রসূন নিন্দি অধর সুগোল ॥
রদ পাঁতি মুতি জুতি বাচ্ সুমধুর।
ভুরুভঙ্গে কামশর নিঃসরে প্রচুর ॥
কণ্ঠরেখা ত্রসি[৫] কম্বু জলধি মজ্জিল।
কমল-কলিকা-কুচ হৃদএ উগিল[৬] ॥
কৈছন অঙ্গের লীলা কৈআর[৭] স্বরূপ।
কৈছন নাসিকা শ্রুতি কর ভুজযুগ ॥
কৈছন কুমারী মধ্যভাগ পাদশ্ছন্দ[৮]।
কৈছন নিতম্ব উরু জঙ্ঘের প্রবন্ধ ॥
কাম-শর-ঘাত-চিত্ত বাণী তার শুনি।
কহএ মাধব ভট্ট বাখানি কামিনী ॥
সাবধানে শুনগো বলিএ যুবরাজ।
শ্রুতিযুগ সুছন্দ নিন্দিল গৃধরাজ ॥
ঈষৎ উন্নত কুচ হেম-বিম্ব-রঙ্গ।
অঙ্গের লাবণ্য পেখি অতনু অনঙ্গ ॥

---

১ কৈছন—কিরূপ। ২ বদনরুচিরদনললাট। ৩ বিলোটএ—বিলুণ্ঠিত হয়, লুটায়। ৪ কিএ—কিবা। ৫ মূলপাঠ—কম্পরেখা দ্রসি। ৬ উগিল—উদিত হইল। ৭ কৈআর—কহিতেছি। ৮ পাদঃ+ছন্দ=পায়ের ছাঁদ বা গড়ন।

নাসা তিলফুল খগরাজ-চঞ্চুজিৎ।
নিতম্ব পীবর রম্ভা উরু সুবলিত॥
কাঞ্চন মৃণাল জিনি ভুজ যন্ত্রী খণ্ড।
করতল লোহিত মঞ্জন অনুবন্ধ॥
তন্বি-কটী ক্ষীণ পেখি পারীন্দ্র[১] উদাস।
তে কারণে পর্বত গহ্বরে করে বাস॥
পাদ-পদ্ম রক্তস্থল[২] কমল পূজিল।
পদনখে নবচন্দ্রশ্রেণী উপজিল॥
জঙ্ঘযুগ নিউপাম সর্বাঙ্গ সুন্দর।
জিনি রাজহংসী কিবা গমন কুঞ্জর॥
ভট্ট হে মাধব পুছম[৩] তোহ্মারি।
পুনি কিছু বিত্থারূপ কহ পরচারি[৪]॥
কাব্যরসে নায়ক নায়িকা ষড়তন্ত্র।
কুমারী বিদিত সব বীণা বেণু যন্ত্র॥
সঙ্কেত প্রবন্ধে দেব তাহা সনে রঙ্গ।
সিন্ধু-সুধা মধ্যে যেন উদিত শশাঙ্ক॥
দর্শনে দেবেন্দ্র মোহে মন অনুরাগী।
বচনেকে[৫] বোলোঁ। গোঁসাই শুন মন লাগি॥
বিত্থাবতী বেশ-লাস রতি অবতার।
বিদগধ মদন তুহ্মি যোগ্য অভিসার॥
শুনরে মাধব ভট্ট না করিঅ রোষ।
শাস্ত্র-বাদে ধনি[৬] জিনি কোন্ পরিতোষ॥

---

১ পারীন্দ্র—সিংহ। ২ মূলপাঠ—পাদপদুরক্ত স্থূল। ৩ পুছম—পুছ করিব, জিজ্ঞাসা করিব। ৪ পরচারি<প্রচারি। ৫ বচনেকে—এক কথায়। ৬ ধনি—নারী, সুন্দরী, রূপ বা যৌবন ধনে ধনী।

যোষিতা[১] হইলে ধীর সুরগুরু তুল।
যদি আহ্মি যাই তথি[২] দর্প হৈব চুর॥
অধীর চপলা বালি জিনি কোন্ কাজ।
অবহেলে তছু[৩] গুরু জিনি দিমু লাজ॥
যে দেশে নিবসে বিদগধ বরনারী।
যাইমু গোপত বেশে কথনে তোহ্মারি॥
বিদ্বান কুমার বোলে তুষ্ট ভেল ভাট।
বৃষ্টি জলে যেহেন পবিত্র হএ বাট॥
সুন্দরের বাক্য-লেশ অমৃত সমান।
শুনিয়া মাধব ভাট শান্ত হৈল প্রাণ॥
কুমার অগ্রেত পুনি বোলে ভাটরাএ।
কহিতে কথন কিছু মনে বাসি ভএ॥
সপ্তজন্ম-পুণ্য ফলে যদি আছে ভাগ[৪]।
সহজে পাইবা গিয়া বিদ্যাবতী লাগ॥
'চাণক্য-বচনে'[৫] পুনি বুলি ভাটরাএ।
খবর কহিতে অন্য রাজ্য চলি যাএ॥
সাবিরিদ খানে ভণে মধুর পয়ার।
শুনিআ রোসাঙ্গ[৬] জন হরিষ অপার॥

---

১ যোষিতা—সেবিকা, নারী। ২ তথি—তথায়। ৩ তছু—তাহার। ৪ ভাগ—ভাগ্য, সৌভাগ্য। ৫ চতুর বচন, চালাকি কথা, চাণক্যের মতো চাতুর্যপূর্ণ কথা। ৬ মূলপাঠ—রসঙ্গ। মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে 'রসিক' শব্দই বহুল প্রচলিত; 'রসজ্ঞ' শব্দের প্রয়োগ দুর্লক্ষ্য। তাই আমাদের বিশ্বাস, 'রসঙ্গ' পাঠটি 'রোসাঙ্গ' শব্দেরই লিপিকর প্রমাদ।

॥ সুন্দরের কাঞ্চিপুর যাত্রা ॥

৪ [অথান্তরং স রাজসুতঃ সুন্দরঃমাধবপ্রমুখেনৈব শৃন্বন্ বিদগ্ধতাং গুণ-রাশিঞ্চ রাজসুতায়াঃ তদ্‌গুণযোগ কুসুমকোদণ্ডেণ দণ্ডিতঃ কুসুমেষুণা ।]

। পর্বকৃত পঞ্চালি ছন্দ ।

ভাটের উত্তর কল্পিত সুন্দর হৃদএ আনন্দ অতি।
বিদ্যারূপগুণ ভাবিয়া সঘন বিরহে জ্বলিত মতি ॥
এ নাটনাটিকা কাব্য বেদ রঙ্গিতা পুরাণ আগম জ্ঞাতা।
অলঙ্কার কোষ ভারত জোতিষ পুছিয়া মন উন্মতা ॥
মনোভব শর হৃদি জরজর বিদ্যার কেলি নিদানি।
গোঁসাই প্রসন্নে শিবা আরাধনে যাইমু নিভৃতে পুনি ॥
জননী জনক করিয়া প্রণাম সম্ভাসিয়া বন্ধুজনে।
মনোবাঞ্ছা অহি বিদ্যাসঙ্গে রহি অন্য ন ভাবএ মনে ॥
বিদ্যারূপ গুণ ত্রিলোক মোহন মোহনী চিত্ত হামারি।
তানসঙ্গে কেলি কলা-রস মেলি দেবেন্দ্র নাম সুমারি[১] ॥
বিদ্যার যৌবন গোপ্তে বিদংশিআ আনহোঁ তাক নিজ রাজে।
এসব উত্তর ভাবিআ কুঙর[২] বিদ্যা-বিলাসে মন সাজে ॥
জ্যোতিষ নজুম[৩] গণিয়া তখন যাত্রা কৈলা শুভদিনে।
দক্ষিণে মঙ্গল গমন কুশল তৃতীয়া তিথি বিধানে।
ইন্দ্র শুভ'গনে[৪] হস্ত্যানক্ষত্রখেণে মাহেন্দ্র শুক্র সদনে।
যাত্রিক বিজয় যোগ শুভচয় যোগিনী বাম গেয়ানে ॥
বহুমূল্য ধন বিবিধ রতন লইয়া আপনার সঙ্গে।
সখাতুল্য ভৃত্য এক সঙ্গী পথ যাইতে বিদেশে রঙ্গে ॥

---

১ সুমারি—স্মরণ করি। [স্মরণ>সুমরণ সঙরণ। সোঙর> সুমর+ 'আ'কার আগম—সুমার।] ২ কুঙর—কুমার। ৩ নজুম—(আরবী)—গণক। ৪ শুভলগনে—শুভলগ্নে।

যথ পত্রপুথি লইয়া সঙ্গতি পক্ষশূন্য 'প্রবাল' অশ্ব নামে।
আরোহীসন্তোষে বিদ্যার উদ্দেশ্যে চলিলেক অবিরামে ॥
শব শিবা বামে শঙ্খচিল ভূমে যোগান তুরগ পাঁতি।
দক্ষিণে ভুজঙ্গ উত্তরে খঞ্জন দেখন্ত করিতে গতি ॥
ঘটি ঘট ভরি যুবতী সুন্দরী সমুখে মিলিল আসি।
দধি লই মাথে গোপ নারী কথে অগ্রেত চলন্ত হাসি ॥
দেবালয় পুরী জয়ধ্বনি করি সমযুক্ত বৎস-ধেনু।
দেখি সুযাত্রিক আনন্দ অধিক পুলকে পুরল তনু ॥
বাপ মাও ছাড়ি বিদ্যাগুণ স্মরি প্রদেশে[১] করিল ধারি[২]।
উজানী সুনগর অন্বেষি কুঙর অশ্ববেগে যাএ চলি ॥
সাহসে ভর করি নদনদী' তরি দুর্গম পন্থ নাহি জ্ঞানে।
মনের তরঙ্গ পাইতে বিদ্যাসঙ্গ শ্রম কিছু নাহি জানে ॥
বায়ুবেগ গতি চলে দিবা রাতি তুরগ বিদ্যুৎ প্রাএ।
ছয়মাস-পন্থ লঙ্ঘি মতিমন্ত উজানী নগর পাএ ॥
রাজ্য উপগতে নামি অশ্ব হোন্তে সাধুর ভবনে গেলা।
অশ্ব ভৃত্য দুই বান্ধা ছলে থুই চাঠের বেশে চলিলা ॥
কক্ষে দুই পুথি কান্ধে লই ছাতি ধরিআ বৈদেহি[৩] বেশ।
বিদ্যা অন্বেষণ করিলা গমন নগরে কৈলা পরবেশ ॥
রম্য ব্রহ্মস্থল[৪] ক্ষেত্রি মহাবল বৈশ্য শূদ্র নানা জাতি।
বৈসএ প্রমোদে নাহি অবসাদে সতত ধরমে মতি ॥
যার যে স্ববৃত্তি করে প্রতিনিতি অন্য কর্মে নাহি মন।
পণ্ডিতের বর্গ তর্কবিতর্ক বিচারে শাস্ত্র নানান ॥
খান সাবিরিত পঞ্চালি রচিত পর্বকৃত অনুমান।
শুনিয়া রসিক আনন্দ অধিক জিনি মকরন্দ পান ॥

---

১ প্রদেশে—পরদেশ, বিদেশ। ২ ধারি—ধাওয়া (?) যাত্রা (?)
৩ বৈদেহি—বিদেশী। ৪ মূলপাঠ—রন্ত বন্ত স্থল।
৩—

॥ সুন্দরের সঙ্গে মালিনীর সাক্ষাৎ ॥

উজানী প্রবেশ করি দেখে যুবরাজ।
অমর নগর সম পুরীর সুসাজ ॥
নানা জাতি লোক বসে সাধু সদাগর।
দ্বিজ জাতি বসে বেদশাস্ত্রেত প্রখর ॥
বসএ পণ্ডিতকুল সর্বশাস্ত্রবিৎ।
নিবসে ক্ষেত্রিবর্গ সমরে পণ্ডিত ॥
মল্ল সব আটোপ করএ অসি চর্মে।
সৈন্য সেনা যথ রহে যার যেই কর্মে ॥
আলোকিল নারীকুল বেশ মনোহর।
অতিশয় পতি ভক্ত ধর্মে তৎপর ॥
বিচিত্র মন্দির সব পূর্ণ ঘট চালে।
নেতের[১] পতাকাশ্রেণী তথি উড়ে পড়ে ॥
বেগবন্ত বাজী সব গজ বহুতর।
বিস্মরিলা নিজ কার্য তা দেখি সুন্দর ॥
নগরের মধ্যে দিয়া চলে ধীরে ধীর।
নির্মল সলিল পাই সরোবর তীর ॥
প্রমোদিত মনে স্নান কৈলা দিব্য জলে।
পন্থ শ্রমে বসিলেন্ত পাদপ শীতলে ॥
সরোবর সন্নিকট এক বৃন্দাবন।
সুগন্ধি সমীর পাই তৃপ্তি ভেল মন ॥
পরিমল পবন সে বহে পুনি পুনি।
পুষ্পের পসার দেখে সমুখে মালিনী ॥

১ নেত—পট্টবস্ত্র, রেশমী বস্ত্র।

৫ [অথান্তরং মালিনী প্রবিশতি—

মালিনী মালিনিরক্তা সুরক্তাধররাগিণী।
সুন্দরী সুন্দরস্যার্থে প্রবিবেশরসাম্বুদা ॥]
বিনোদ কবরী পরি কুসুম্বিত হার।
বিহাস-বয়ান-বাণী অমৃত সঞ্চার ॥
বঙ্কিম-নয়ন-দৃষ্টি বেকত যে হাস।
বিদ্যাক যোগাএ মালা উজানী নিবাস ॥
আগত মালিনী হের সুচরিতা নামা।
অঙ্গে রঙ্গে বেশ-লাস রূপে অনুপমা ॥
মালাকারিণীক দর্শি গুণসা-কুঙর।
মন্থর গমনে গেলা পুছিতে উত্তর ॥

৬ অথান্তরং মন্মথরূপং কুমারং প্রষ্টুকামা মালিনী নিবেদয়তি—

আকাশাদবতীর্ণোহসি পুষ্পবাণঃ কিমু স্বয়ম্।
রূপেণ মোহয়ন্ লোকান লক্ষণেনচ ভূয়সা ॥]
অবণী-মোহনী রূপ পেখি নিউপাম।
বিহায়সি হোন্তে কি নামিল পুষ্পবাণ ॥
বিদ্যাধর-সুত কিবা গন্ধর্ব-কুঙর।
বুঝিলুঁ লক্ষণে তুহ্মি রাজপুত্রবর ॥
কোন্ হেতু চাট বেশে ভ্রম পরিতোষে।
কোন্ কার্যে আগমন তোহ্মার এই দেশে ॥
শাস্ত্রবাদে বিদ্যাবতী জিনিবার তরে।
সুকুমার যথ আইল ভূপতি গোচরে ॥
না পারি জিনিতে জায়া পুনি গেল ঘর।
না দেখিলুঁ তথি এক তোহ্মা সমসর ॥
সুধীর সর্বজ্ঞ তুহ্মি কান্তি বিলক্ষণ।
স্বরূপে কৈআর বাচ্ আপে কোন্ জন ॥

বচনে তুষ্টিল তাক রাজসুত গুণী।
বিদ্যাক যোগাএ মালা এই সে মালিনী ॥
বিক্রমকেশরী নাম জগ প্রতিষ্ঠিত।
বিচিত্র নগর এই উজানী নিশ্চিত ॥
আএ পরদেশী মোর সুচরিতা নাম।
এ নগরে বসতি সুখদ অভিরাম ॥

কুমার, পুছিএ স্বরূপে সুবদনি বোল মোরে।
পুষ্পমালা দেঅ তুহ্মি কার কার তরে ॥

মালিনী, সুকুমারী বিদ্যাবতী আছিল অবোলা।
সে অবধি যোগাই কুসুম্ব পঞ্চমালা ॥

কুমার, পন্থশ্রম শান্তি ভেল তুয়া মিষ্টালাপে।
প্রমোদা, প্রমোদে বাসাখানি দেঅ মোকে ॥

৭ [অথান্তরং কুমারঃ স্থানং প্রার্থয়তে—

দ্বিজ মুখ্যস্য পুত্রোহহং পণ্ডিতত্ব প্রকাশকঃ।
বাসার্থং স্বগৃহং দেহি মালাকারিণি সম্প্রতি ॥]

আহ্মা জান বৈদেহি নিশ্চিত।
দ্বিজবর তনয় পণ্ডিত ॥
পাঠ পঢ়ি ভ্রমিএ নগর।
পণ্ডিতালি করিতে বিচার ॥
বেলি শেষে অস্ত যায় সুর।
বাসাখানি মাগি তোহ্মা পুর ॥
পালহ বচন সুনয়নী।
প্রেম চিত্তে দেঅ বাসাখানি ॥
অমূল্য রতন এক নেঅ।
আনিয়া রন্ধন সর্বে দেঅ ॥

পিয়ায় মল্লিক[1] সুত বিজ্ঞবর শাস্ত্রযুত
উজীয়াল মল্লিক প্রধান।
তানপুত্র জিঠাকুর তিন 'সিক্'[2] সরকার
অনুজ মল্লিক মুছাখান ॥
রসেত রসিক অতি রূপে জিনি রতিপতি
দাতা অগ্রগণ্য অর্কসুত[3]।
ধৈর্যবন্ত যেন মেরু জ্ঞানেত বাসবগুরু
মানে কুরু ধর্মে ধর্মসুত[4] ॥
তান সুত গুণাধিক নানুরাজা মহল্লিক
জগত প্রচার যশ খ্যাতি।
তান সুত অল্পজ্ঞান হীন সাবিরিদ খান
পদবন্ধে রচিত ভারতী ॥

॥ মাধব ভট্ট কর্তৃক সুন্দরের নিকট বিদ্যার রূপ-গুণ বর্ণন ॥

চতুর্দিকে ভট্ট সব করিলা পয়াণ।
বিদ্যার প্রতিজ্ঞা বাণী কহে স্থানে স্থান ॥
উত্তরে মাধব ভট্ট অনুক্রমে চলে।
ছয় মাসে যাই রত্নাবতীপুরে মিলে ॥
বিচিত্র নগর দেখে বিচিত্র প্রাচীর।
রম্য স্থলে রাজপুরী অতি সুরুচির ॥

২ [অথান্তরং পর্যটন্ সুন্দরঃ পুরীং প্রবিশতি—
স্নাত চন্দন চর্চিতঃ সুবসন। ন্যাসৈর্বিচিত্রঃকাঞ্চন কুণ্ডলধারী
মৃগমদতিলক চন্দ্রপদ্ দৃশ্যভালঃ সুমধুর গায়নো

---

১ মল্লিক—মহল্লিক—মহলের তত্ত্বাবধায়ক। ইহা বাদশাহী আমলে রাজপ্রদত্ত পদমর্যাদা সূচক উপাধি বিশেষ। ২ সিক্—চাকলা, পরগনা। ৩ অর্কসুত—সূর্যপুত্র=কর্ণ। ৪ ধর্মসুত—যুধিষ্ঠির।

কৈছন[১] তাহার ভুরুযুগ দৃষ্টিপাত।
কৈছন বদন রুচি কৈছন ললাট[২] ॥
মেত্বর বরণ কেশভার বিলম্বিত।
মহীতলে বিলোটএ[৩] সুগন্ধি পূরিত ॥
মুখ-বিধু পূর্ণ ইন্দু কিএ[৪] অরবিন্দ।
মৃগবংশ-নেত্র কিবা লীলমত্ত ভৃঙ্গ ॥
বালে জিনিয়া ভাল শ্রীমন্ত উজ্জ্বল।
বান্ধুলি প্রসূন নিন্দি অধর সুগোল ॥
রদ পাঁতি মুতি জুতি বাচ্ সুমধুর।
ভুরুভঙ্গে কামশর নিঃসরে প্রচুর ॥
কণ্ঠরেখা ত্রসি[৫] কম্বু জলধি মজ্জিল।
কমল-কলিকা-কুচ হৃদএ উগিল[৬] ॥
কৈছন অঙ্গের লীলা কৈআর[৭] স্বরূপ।
কৈছন নাসিকা শ্রুতি কর ভুজযুগ ॥
কৈছন কুমারী মধ্যভাগ পাদশ্ছন্দ[৮]।
কৈছন নিতম্ব উরু জঙ্ঘের প্রবন্ধ ॥
কাম-শর-ঘাত-চিত্ত বাণী তার শুনি।
কহএ মাধব ভট্ট বাখানি কামিনী ॥
সাবধানে শুনগো বলিএ যুবরাজ।
শ্রুতিযুগ সুছন্দ নিন্দিল গৃধরাজ ॥
ঈষৎ উন্নত কুচ হেম-বিম্ব-রঙ্গ।
অঙ্গের লাবণ্য পেখি অতনু অনঙ্গ ॥

---

১ কৈছন—কিরূপ। ২ বদনরুচিরদনললাট। ৩ বিলোটএ—বিলুণ্ঠিত হয়, লুটায়। ৪ কিএ—কিবা। ৫ মূলপাঠ—কম্পরেখা দ্রসি। ৬ উগিল—উদিত হইল। ৭ কৈআর—কহিতেছি। ৮ পাদঃ+ছন্দ=পায়ের ছাঁদ বা গড়ন।

অয়ি সুচরিতা সুবদনি।
তব গৃহে বঞ্চিএ রজনী॥

মালিনী, যবে আর ভিন্ন দেশী পাই।
যত্ন করি তাহাক বহাই॥
মনে ভীত বাসি তোহ্মা দেখি।
মহারাজসুত হেন লখি॥
অবেলায় অতিথি পাইয়া।
অসাধু রহএ উপেখিয়া॥

কুমার, আএ ধনি বুঝাই তোহ্মাএ।
উপেক্ষিতে আহ্মা না জুয়াএ॥

৮ [অথান্তরং মালিনী পুনর্বদতি—
রাজা বসতি দুর্বারো ন সাধুরপি তন্নরঃ।
দুহিতা বিদুষী বিদ্যা ভীতাহহং তব রক্ষণে॥ পস্থুথ।]

[রাগ দেশাগ]

উজানী নগর নাম বিদিত ভুবন।
বিক্রমকেশরী নাম প্রচণ্ড রাজন॥
পরম বিদুষী বিদ্যা তাহার কুমারী।
তা লাগি মনের ভীতে তোহ্মা পরিহরি॥
বিদেশী-কুমার হের তোহ্মাক বুঝাই।
নৃপতি দুর্বারে বাসা দিবারে ডরাই॥
'নাগরঙ্গ' নাম সে এ-রাজ্য কোতোয়াল।
নিতিপ্রতি প্রজাঘর করএ বিচার॥
ভিন্ন দেশী পুরুষ মন্দিরে যার পাএ।
আগে শাস্তি করি পিছু রাজক জানাএ॥

তনু-কান্তি সুলক্ষণ অভিন্ন[১] বদন।
তোহ্মার তুলনা রূপ নাহিক ভুবন ॥
কোতোয়ালে দেখে যদি তোহ্মা মোর গৃহে।
কি বুলি ভাণ্ডিমু তাক রাখিবাম তোহে ॥

৯ [অথান্তরং মালিন্যাসহ কুমারস্য সংকথনানি—
হেতুনা কেন চরিতে বীরসিংহস্য বালিকা।
বিদ্যাং পুরুষবল্লব্ধা কথ্যতামস্যকারণম্ ॥
শ্রুতং বিপ্রকুলে পুংসাং বিদ্যাভবতি সিদ্ধিদা।
রাজপুত্রী কথং বিদ্যা বিদ্যাগর্বেণ গর্বিতা ॥]

কুমার, কৈআর স্বরূপ বাচ্ সুচরিত লাসী[২]।
কি হেতু কুমারী বিদ্যা পুরুষ বিদ্বেষী ॥

মালিনী, নানা শাস্ত্র পঢ়িলেক কাব্য অলঙ্কার
না পারে বুঝিতে········ ···*

---

১ অনুমিত অপর পাঠ—অতুল্য। ২ লাসী—লাস্যময়ী। অনুমিত অপর পাঠ—মাসী।

* সংস্কৃতাংশের পাঠ-শোধনে সাহায্য করেছেন ও শ্লোকার্থ লিখে দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, পি-এইচ, ডি।

পরিশিষ্ট

শা'বারিদ খানের 'বিদ্যাসুন্দর' : কয়েকটি শ্লোকের বাংলা অর্থ :

১ সর্বশান্তিসমন্বিতা সর্বরত্নবিভূষিতা রত্নাবতী নাম্নী এক পুরী অতি উত্তর দিকের এক শুভদেশে বর্তমান। তথায় নীতিধর্মপরায়ণ গুণসার নামে এক নৃপতি বাস করিতেন। কলাবতী নাম্নী তাঁহার এক গুণশালিনী ভার্যাও ছিলেন। কালিকা দেবীর প্রসাদে রাণীর গর্ভে এক পুত্র জন্মে; তাঁহার নাম সুন্দর,—তিনি সর্বশাস্ত্র-বিশারদ বলিয়া আখ্যাত ছিলেন।

৫ অতঃপর মালিনীর প্রবেশ :

মালীর প্রতি অনুরক্তা সুরক্তাধর-রঞ্জিতা সুন্দরী মালিনী সুন্দরের জন্য পুরীতে প্রেমরস-বারি দান করিতে করিতে প্রবিষ্ট হইতেছে।

৬ অতঃপর কামদেব-সদৃশ কুমারকে মালিনী প্রশ্ন করিলেন :

তুমি কি নিজের রূপে ও বহু সুলক্ষণে জগৎকে মোহিত করিয়া আকাশ হইতে অবতীর্ণ স্বয়ং কামদেব ?

৭ অতঃপর কুমার (মালিনীর নিকট) স্থান প্রার্থনা করিতেছেন :

আমি জনৈক মুখ্যদ্বিজের পুত্র; পাণ্ডিত্য-প্রকাশের জন্যই এখানে আসিয়াছি। হে মালিনী! তুমি সম্প্রতি আমার বাসের জন্য একটি গৃহ দাও।

৮ অতঃপর মালিনী আবার বলিল :

এখানে যে রাজা বাস করেন, তিনি দুর্দান্ত; তাঁহার লোকজনও সাধু নয়। (কিন্তু) তাঁহার বিদ্যা নাম্নী দুহিতা (অত্যন্ত) বিদুষী। তাই তোমাকে রাখিতে ভয় পাই।

৯ অতঃপর মালিনীর সহিত কুমারের কথোপথন :

হে সুচরিতে! বীরসিংহের কন্যা বিদ্যা কি করিয়া পুরুষের ন্যায় বিদ্যালাভ করিয়াছে, তাহার কারণ বল। বিপ্রকুলে পুরুষেরাই বিদ্যাতে সিদ্ধিলাভ করে বলিয়া শুনি; রাজকন্যা বিদ্যা কি করিয়া বিদ্যাগর্বের দ্বারা গর্বিত হইল, বল।